"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সহ সবকিছু ভুলে বেগার হও, শিবপুরী আর বিষ্ণুপুরীর সাথে নিজের বুদ্ধিযোগ লাগাও"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, কোন্ বিষয়ে তোমাদের বাবার সমান উদার হৃদয় হতে হবে?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, বাবা যেমন উদার হৃদয় হয়ে তোমাদের থেকে খড়কুটো সম নিয়ে তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করেন । তোমাদেরও তেমনই উদার হৃদয় হতে হবে । তোমরা প্রতি স্থানে স্থানে গডলী ইউনিভার্সিটি খোলো । তিন - চারজনও যদি ভালো পদ প্রাপ্ত করে তাহলে 'অহো সৌভাগ্য'। তোমরা সুপুত্র হয়ে সদ্গুরুকে শো করাও। কখনোই কারোর কাছ থেকে টাকা পয়সা ইত্যাদি চাইবে না ।

*গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেও না .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের মন ভোলানোর জন্য এই সব গান আছে । বাপদাদা আর মাম্মা । মাম্মা হলেন দু'জন । দাদী (গ্র্যান্ড মাদার) আর মাতা । ইনি তোমাদের দাদীও। তোমরা ব্রহ্মার বাচ্চা আর শিবের পৌত্রী । মাম্মাও ব্রহ্মার বাচ্চা সরস্বতী । তিনি শিব বাবার পৌত্রী । বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য জগদম্বা নিমিত্ত হয়েছেন। শিব বাবা হলেন বহুরূপী । তিনি অনেক খেলা করেন। মনোরঞ্জন তো হয়, তাই না । যখন বিবাহের সম্বন্ধ হয় তখন অনেক উৎসব পালন করা হয়, আর যখন বিবাহের সময় উপস্থিত হয় তখন দুইজনেই ফাটা কাপড় পরিধান করে । তেল লাগায় । এই নিয়মও এখানকার। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরও বোঝান যে, তোমাদের সম্পূর্ণ বেগার হতে হবে । কিছু না থাকলেও তোমরা সবকিছুই প্রাপ্ত করবে । দেহ সহ কোনো কিছুই যেন না থাকে । শিবপুরী আর বিষ্ণুপুরীর প্রতিই তোমাদের বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে । আর কোনো জিনিসের প্রতি যদি আসক্তি না থাকে তাহলে দেখো বাবা বাচ্চাদের কিভাবে মনোরঞ্জন করান। এও বাবার এক রহস্য। দেখো, মীরার কতো মহিমা । এই পবিত্রতার কারণেই সে লোকলজ্জাও ত্যাগ করেছিলো । তার কতো নাম হয়েছিলো । তিনি তো অমৃতও পাননি । তার কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি ছিলো । শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যাবেন বলে তিনি বিষ ত্যাগ করেছিলেন। পতির সঙ্গে যেমন স্ত্রী সতী হয়, তেমনই। বাস্তবে এমন তো নয় যে মীরা স্মরণ করতে করতে কৃষ্ণপুরীতে চলে গিয়েছিলো । মীরার সময় তো পাঁচ - সাতশো বছর হয়ে গেছে । তার অগাধ ভক্তি ছিলো তাই হয়তো কোনো ভালো ভক্তের ঘরে জন্ম নিয়ে থাকতে পারে । তার নামের কতো মহিমা চলে আসছে । এ তো ভক্ত মীরা ছিলো, তোমরা তো সত্যিকারের জ্ঞান মীরা হয়ে ওঠো । তোমরা এখানে এসেছো সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী ঘরানার মহারাণী হওয়ার জন্য। যদিও শিক্ষিতের সামনে অশিক্ষিতরা মাথা নত করবে কিন্তু মহারাণী তো হবে, তাই না । যদি শৈশবের দিনগুলিকে ভুলে বাবার হাত ছেড়ে দাও, তাহলে কখনোই মহারাণী হতে পারবে না আর প্রজাতেও কম পদ প্রাপ্ত করবে । বৈকুণ্ঠে তো আসবে কিন্তু কম পদ প্রাপ্ত করবে । বাবা বুঝিয়েছেন যে, যারা ভক্তি করে তাদেরও জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তোমরা কি চাও? শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি কেন করো? তাহলে অবশ্যই তোমাদের মন চায় যে, তাঁর রাজ্যে যাবো, কিন্তু সেখানে কিভাবে যাবে? বেশীরভাগ মানুষ বলে থাকে, আমার শান্তি চাই, কিন্তু অশান্তি তো সম্পূর্ণ দুনিয়ায়, তাই না । তোমরা একজন শান্তি পেলে কি আর হবে? আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী করতে পারি । দেবতারা এই ভারতেই সদা সুখী ছিলো । এখন সেই রাজধানী আবার স্থাপন হচ্ছে । এখানে তো হলো মায়ার রাজ্য। এখানে কেউই শান্তি লাভ করতে পারে না । শান্তির জন্য আলাদা জায়গা আর সুখের জন্য আলাদা জায়গা । সুখধামের অর্থ যেখানে সবাই সুখী । সেখানে কোনো একজনও দুঃখী থাকে না । আর দুঃখধামে একজনও সুখী থাকে না । যথা রাজা - রানী তথা প্রজা, এখানে সবাই দুঃখীই দুঃখী । সুখধামে তো জানোয়ারও কখনো দুঃখী থাকে না । শান্তির দুনিয়া আলাদা, যাকে নির্বাণ ধাম বলা হয় । বুদ্ধি পার নির্বাণে গেছে কিন্তু কেউই সেখানে যায়নি । যদি নিজে চলে গিয়েছে, তাহলে কি করার ফলে যেতে পেরেছে। এখানে সবাই দুঃখীই দুঃখী । সবাই লড়াই করছে । বার্মা, সিলং (শ্রীলঙ্কা) হলো বৌদ্ধদের। তারাও বলে, হিন্দুরা এখান থেকে চলে যাক। সহ্য করতে পারে না । এখন বাবাও দেখেন, অনেক ধর্ম হয়ে গেছে, কেউই সহ্য করতে পারে না, তাই সবাইকে একদম বের করে দেয় । সত্যযুগে কেবল এক ধর্ম থাকে । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই সব জ্ঞান আছে । চিত্র হাতে নিয়ে বানপ্রস্থীদের সার্ভিস করা উচিত। তোমাদের মন্দিরে গিয়েও সার্ভিস করা উচিত। ওখানে গিয়েও তোমাদের চিটচ্যাট করা উচিত। শঙ্করের সামনে শিবলিঙ্গ দেখানো হয় । তাহলে তিনি নিশ্চই শঙ্করের থেকে বড় হলেন, তাই না । শঙ্কর যদি ভগবান হন, তাহলে তাঁর সামনে শিবলিঙ্গ রাখার কি প্রয়োজন? এইসব সন্ন্যাসীদের প্রচার, তারা নিজেদের ব্রহ্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞানী বলে থাকে । শিব সম্বন্ধে তারা তো জানেই না । ব্রহ্মতত্ব তো থাকার জায়গা । ওরা তো ব্রহ্ম আর তত্বকে এক বলে স্বীকার করে না । আচ্ছা, ব্রহ্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞানী না হয় হলো, কিন্তু নিজেদের কেন শিব বলে দেয়? ওরা তো মনে করে

শিব আর ব্রহ্ম একই। যদি একই হবে তাহলে তিন নাম আলাদা আলাদা কেন রাখা হয়েছে? শিবকে তো লিঙ্গ রূপে পূজা করা হয় । ব্রহ্ম অথবা তত্বের পূজা কোন্ রূপে দেখানো হয় ? সেটা তো হলো থাকার জায়গা । মানুষ তো খুবই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আছে । বাচ্চারা, তোমাদের এখন বুদ্ধিমান হতে হবে । সন্ন্যাসীদের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ বেরিয়ে আসবে, যারা প্রকৃতপক্ষে দেবী - দেবতা ধর্মের হবে, তারা চট্ করে ধারণ করবে । কেউ যদি তিন - চার জন্ম পূর্বে কনভার্ট হয়ে থাকে, তাহলে তারা এতো শীঘ্র বেরিয়ে আসবে না । যারা খুব বেশিদিন আগে কনভার্ট হয় নি, তারা চট্ করে বেরিয়ে আসবে । বাবার মধ্যে আকর্ষণ আছে তো, তাই না । আত্মা হলো সূঁচ আর বাবা হলেন চুম্বক। এখন এই সূঁচের উপর জং ধরে আছে । জং ধরা সূঁচ কিভাবে উপরে যাবে । জং ধরা সূঁচ কেরোসিন তেলে চুবিয়ে রাখা হয় । বাবা এই জ্ঞান অমৃতের দ্বারা সকলের জং দূর করেন, এরপর আমরা প্রকৃত সোনায় পরিণত হবো । তোমরা এখন পাথরনাথ থেকে পারসনাথে পরিণত হও। ভারত পারসপুরী ছিলো । এখন সোনার দাম কতো বৃদ্ধি পেয়েছে । এরপর ওখানে খুবই সস্তা হয়ে যাবে । ভারত এখন পাথরপুরী হয়ে গেছে । আবার পারসপুরীতে পরিণত হবে । আমাদের বুদ্ধিতে ওই চক্র ঘুরতে থাকে । সারাদিন যদি চক্র বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকে, তাহলেই চক্রবর্তী রাজা - রানী হতে পারবে । দুনিয়াতে এই কথা কেউই জানে না । তোমরা জানো যে, সত্যযুগে যারা রাজত্ব করে তাদের ৮৪ জন্ম হয়, তাহলে অবশ্যই ত্রেতাতে যারা আসে, তাদের জন্ম কম হবে । কোথায় ৮৪ জন্য, আর কোথায় ৮৪ লাখ দেখিয়ে দেয় ।তাহলে তো কল্পও অনেক লম্বা চাই, যাতে এতো জন্ম হতে পারে । এ সবই গালগল্প। সবসময় চিত্র সামনে দেখিয়ে দেওয়া উচিত। তোমরা কখনোই অর্থ সাহায্য চেও না । তোমাদের কাজ হলো, তাদের দান করা । কিছু যদি দিতে হয়, তারা নিজে থেকেই দান করবে । কেউ যদি অর্থের কথা জিজ্ঞেস করে তাহলে বলো, বাবা হলেন গরীব নিবাজ। গরীবদের জন্য তো ফ্রি । বাকি বিত্তবানরা যা দেবে তাতে আমরা আরো ছাপাবো । অর্থ আমরা কখনোই নিজের কাজে লাগাই না । যা প্রাপ্ত হয়, তা সেবার কাজেই লাগানো হয় । বিত্তবান হলে ধর্মশালা ইত্যাদি তো তৈরী করবেন, তাই না । হ্যাঁ, গরীবরাও তৈরী করতে পারে, এতে তেমনকিছু খরচা নেই। কাকর গ্রামের মাতা যেমন বলতেন যে, আমি সেন্টার খুলবো । এমন গডলী ইউনিভার্সিটিতে তিন - চারজনও যদি ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারে তাহলে তাদের 'অহো ভাগ্য।' এতে উদার হৃদয় হওয়া উচিত। বাবাকে দেখো, কতো উদার হৃদয় । তিনি খড়কুটো সম নিয়ে তোমাদের বাদশাহী দান করেন। সুসন্তানরাই বাবার এই সার্ভিস করতে পারে । কুপুত্র আর কি করবে ! কুপুত্রদের তো বাবা উত্তরাধিকার দান করবেনই না । তোমাদেরও সদ্গুরুকে শো করাতে হবে । কাম বা ক্রোধ এলেই সদ্গুরুর নিন্দা করানো হবে, তখন আর পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না । তোমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে ।

তোমাদের সব ধর্মের মানুষকে বোঝাতে হবে । মুসলমানদেরও বোঝাও -- তোমরা খুদার বন্দনা করো, তাহলে অবশ্যই তাঁর সেবক হলে । তাহলে বলো, খুদা কোথায় আছেন ? খুদাই রচয়িতা আর রচনার নলেজ দান করতে পারেন। তিনি তো শান্তিধামে থাকেন। তাঁকে স্মরণ করলে তোমরা শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারো । এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে করতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, আর তোমরা খুদার কাছে চলে যাবে । এই জ্ঞান সব ধর্মের জন্য। এ হলো সম্পূর্ণ নতুন কথা । এই জ্ঞানের দ্বারা তোমাদের তরী পার হয়ে যায়, তোমাদের আর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজনই আর থাকে না । তাই মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তোমরা স্বর্গে যাচ্ছো, তাই তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । দেখো, ভারতে এখন পবিত্রতা নেই, তাই মানুষ কতো ধাক্কা খেতে থাকে । এখানে কতো হাঙ্গামা -- গান্ধীজী যা শিখিয়ে গিয়েছেন, মানুষ তাই ফলো করছে । মেথর, মজুর, ড্রাইভার ইত্যাদিরা স্ট্রাইক করে, তখন গভর্নমেন্টের নাক অবধি দম চড়ে যায় । গভর্নমেন্ট তাদের পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, এতো খরচ আমরা কোথা থেকে করবো ? তখন তারা বলে, তোমরা তো ফুর্তি করে টাকা ওড়াও, অনেক অর্থ একত্রিত করতে থাকো । আমরা তো কোনো অপরাধই করি নি, আমাদের প্রাপ্য মজুরি চাই। এই স্ট্রাইক করলে কাজকারবার আটকে যায় । এই সব হতেই হবে । কোথাও আনাজ - সব্জি পাওয়া যাবে না, কোথাও আবার দুধ পাওয়া যাবে না । যেখানে সেখানে এই নিয়ে খিটখিট চলতেই থাকবে । এই সব অশান্তি হওয়ার পরে শান্তি আসবে । অর্জুনকে বিনাশের আর বিষ্ণুপুরীর সাক্ষাৎকার করানো হয়েছিলো, তাই না । তোমাদেরও এখন তেমন হচ্ছে । দেখো, তোমরা কতো প্রিয় বাচ্চা । তোমরা অনেক জন্মের অন্তিমে এসে মিলিত হয়েছো, তাই সম্পূর্ণ সৌভাগ্যের অধিকারী হও।

(খুব জোরে বর্ষণ হচ্ছে) দেখো, বাবারও জ্ঞান বর্ষণ অনেক হয়েছে, তাই ওই জ্ঞান বর্ষণও অনেকই হয়েছে । এই বর্ষণের জন্যও যজ্ঞ রচনা করা হয়, আবার শান্তির (পীস)জন্যও যজ্ঞ রচনা করা হয়, কিন্তু পীসফুল তো একমাত্র ভগবান। তিনি যখন আসেন, তখন শান্তির জ্ঞান দান করেন। দাতা তো একমাত্র তিনিই, তাই না । ভালো বাচ্চাদের টোলপুট (মিষ্টি বাচ্চা) বলা হয় । মিষ্টি যখন খাওয়ানো হয়, সে হলো জাগতিক মিষ্টি, আর এ হলো রুহানী মিষ্টি, যা রুহানী বাবা দান করেন। তোমাদের দেহী - অভিমানী থাকাই হলো অনেক বড় লক্ষ্য, আর এতেই পরিশ্রম। বাবা বলেন, তোমরা আট ঘন্টা

তো দেহী - অভিমানী থাকো । তারপর বাকি সময় শরীর নির্বাহের কারণে কাজকর্মও করো । রাতে জাগলে খুব একাগ্রতা আসবে । এ তো উপার্জন, তাই না । হে নিদ্রাজয়ী বাচ্চারা, আমাকে তোমরা শ্বাসে-প্রশ্বাসে স্মরণ করো । তোমরা বিচার সাগর মন্থন করো । তোমরা রাতদিন যতো যোগে থাকবে, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা যতো জ্ঞানের মন্থন করবে, ততই তোমাদের উপার্জন হবে । বাকি সার্ভিস তো অনেকেই আছে । বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা বলবেন, তোমরা বসে থাকো । আরাম করো । এতে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। বাবা লোকলজ্জা বা কুলের কোনো চিন্তা করেছেন কি ! আরে তোমরা বাদশাহী প্রাপ্ত করো । বাকি হ্যাঁ, প্রত্যেকেরই পার্ট আলাদা - আলাদা । তাও বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে । প্রত্যেকেরই নিজের জন্য মতামত গ্রহণ করতে হবে, কেননা প্রত্যেকেরই কর্মবন্ধন আলাদা । অর্থ থাকলে তা অলৌকিক কার্যে সফল করতে হবে । বাচ্চাদের মহাবীর হতে হবে । এমন গায়নও তো আছে - আমার তো এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নেই। তিনিই সকলের বাবা । শিববাবা বলেন, আমি সবাইকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি । বাবা বলেন, এই দুনিয়াতে একজন মানুষও ত্রিকালদর্শী আস্তিক নেই। সবাই নাস্তিক। কেউই বাবাকে জানে না । বাকি ঋদ্ধিসিদ্ধি যারা করে, তারা অনেকই আছে । মায়াও কম কিছু নয়, এই মায়াকেই জয় করতে হবে, তাই কবচ ধারণ করে থেকো । কবচের অর্থই হলো "মন্মনাভব।" তোমরা শিব বাবাকে স্মরণ করো, দেহী অভিমানী হও। এই অন্তিম জন্মে তোমরা একবারই দেহী অভিমানী হও। এরপর সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত তোমাদের এই দেহী অভিমানী হওয়ার শিক্ষা কেউই দেয় না । এই সময়ই তোমাদের দেহী অভিমানী হতে হয় কেননা তোমাদের এখন এই শরীর ত্যাগ করে আমার কাছে আসতে হবে । দেবতারা কেন দেহী অভিমানী হবেন, তাদের তো ফিরে যেতেই হবে না । এই জ্ঞান তোমরা এখন প্রাপ্ত করো । তোমরা অশরীরী ছিলে, তারপর শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করেছো, এখন আবার তোমাদের শরীর ত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে । নিজের স্থিতিকে সঠিক করতে হবে । মায়াকে জয় করতে হবে । তোমাদের গৃহস্থ জীবনে তো থাকতে হবে । হংস আর বক যদি একত্রিত থাকে তাহলে তো বিঘ্ন ঘটবেই। অসুরদের অত্যাচারও খুব সহ্য করতে হবে । বাচ্চারা ঘরে বসে প্রতিজ্ঞা করে - বাবা যা কিছুই হোক না কেন, আমরা আপনার থেকে উত্তরাধিকার তো অবশ্যই গ্রহণ করবো । কতো মার খায় । ড্রামা অনুসারে এই পার্ট পূর্ব কল্পেও চলেছিলো । যে খুব অত্যাচার সহ্য করে সে সৌভাগ্যশালী হয় । তবুও তো আবার এসে বাবার সঙ্গে মিলিত হও, তাই না । তাদের প্রালব্ধ তো তৈরী হলো, তাই না । হ্যাঁ, এতে পরিশ্রম আছে কারণ অসুর থেকে দেবতা হতে হবে । যতক্ষণ বেঁচে থাকবে, তোমাদের জ্ঞান অমৃত পান করতেই হবে । বাবা তোমাদের নতুন নতুন কথা বোঝাতে থাকেন। উপায়ও বলে দিতে থাকেন। একে বিচার সাগর মন্থন বলা হয় । বুদ্ধিকে মন্থন করা উচিত। রাত্রেও শিব বাবাকে স্মরণ করে নিদ্রা যাও, সার্ভিসের শখ থাকলে তার তো ঘুম আসবেই না । চিন্তা চলতেই থাকবে যে, এই পয়েন্টের উপর কি কি বোঝাবো । এই জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে ভিতরে ভিতরে মন্থন করতে হবে । জ্ঞানের যখন মন্থন করবে তখনই রাজতিলক নেওয়ার উপযুক্ত হবে । যে বাচ্চারা খুব তীক্ষ্ণ, তাদের ফলো করা উচিত, এ অনেক বড় উপার্জন, যাদের কাছে লাখ লাখ, কোটি কোটি আছে, সে সবই শেষ হয়ে যাবে । অল্প টাইমের মধ্যে দেখবে কখন কি হয় । তখন মানুষ জাগবে । লড়াই ইত্যাদির রিহার্সাল হতেই থাকবে । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের বাবা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কোনো জিনিসের প্রতিই আসক্তি রাখবে না । তোমাদের দেহী - অভিমানী হয়ে থাকতে হবে । স্মরণের কবচ সদা পরিধান করে থাকতে হবে ।

২) নিদ্রাকে জয় করে প্রতিটি শ্বাসে - শ্বাসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, জ্ঞানের মন্থন করে উপার্জন জমা করতে হবে । বুদ্ধির মন্থন করে যেতে হবে ।

বরদানঃ- সর্বশক্তিমান বাবার সাথের অনুভবের দ্বারা সর্ব প্রাপ্তির অনুভব করে তৃপ্ত আত্মা ভব

যেখানে সর্বশক্তিমান বাবা থাকেন, সেখানে শীঘ্রই সর্ব প্রাপ্তির অনুভব হয় । বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ সমাহিত থাকে, তেমনই সর্বশক্তিমান বাবার সাথ থাকলে সদা সম্পত্তিবান, সদা তৃপ্ত, সদা সম্পন্ন হবে । কখনোই কোনো বিষয়ে দুর্বল হয়ে যাবে না, কখনোই কোনো অভিযোগ করবে না, সদা কমপ্লিট। কি করবো, কিভাবে করবো.... এই কমপ্লেন্ট নয় । কেন-র কিঁউ (লাইন) সমাপ্ত। যে সদা সাথে থাকে, সে যাবেও সাথেই।

স্লোগানঃ- নয়নে যেমন আলো সমাহিত থাকে, তেমনই বুদ্ধিতে যেন শিব পিতার স্মরণও সমাহিত থাকে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;